

বাণিজ্য

লালদিয়া টার্মিনালের সক্ষমতা ২৩% বাড়তে এপিএম টার্মিনালসের পরিকল্পনা

প্রতিবেদক: নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রকাশের তারিখ: রোববার, ৩০ আগস্ট ২০২৬, ০৫:২৩ PM



ছবি সংগৃহীত

চট্টগ্রামের লালদিয়া কনটেইনার টার্মিনালের প্রস্তাবিত নকশা (লেআউট) ও পরিচালনার রূপরেখা প্রকাশ করেছে এপিএম টার্মিনালস। একই সঙ্গে চলতি ২০২৬ সালের শেষের দিকেই ৫৫০ মিলিয়ন (৫৫ কোটি) ডলারের এ প্রকল্পের নির্মাণকাজ শুরুর পরিকল্পনা পুনর্ব্যক্ত করেছে আন্তর্জাতিক এই টার্মিনাল পরিচালনা প্রতিষ্ঠানটি।

নির্মাণকাজ শেষ হলে এটিই হবে শতভাগ বিদেশি বিনিয়োগে নির্মিত বাংলাদেশের প্রথম কনটেইনার টার্মিনাল বছরে ৮ লাখ টিইইউস (টুয়েন্টি ফুট ইকুইভ্যালেন্ট) কনটেইনার পরিচালনার সক্ষমতা নিয়ে টার্মিনালটি চালু হলে চট্টগ্রাম বন্দরের বিদ্যমান হ্যান্ডলিং সক্ষমতা প্রায় ২৩ শতাংশ বাড়বে। এতে বন্দরের দীর্ঘদিনের জাহাজজট কমার পাশাপাশি সার্বিক কার্যক্রমে গতি আসবে এবং ব্যবসায়ের লজিস্টিকস খরচ অনেকটাই কমে আসবে আশা বন্দর ব্যবহারকারীদের। তাঁদের মতে, আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে প্রণীত এই নকশা ও বিনিয়োগ পরিকল্পনা দেশের সমুদ্রবন্দরভিত্তিক লজিস্টিকস অবকাঠামো প্রসারে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

বর্তমানে গভীরতার সীমাবদ্ধতার কারণে চট্টগ্রাম বন্দরে বড় মেইনলাইন কনটেইনার জাহাজ সরাসরি ভিড়তে পারে না। ফলে রপ্তানি বা আমদানির সিংহভাগ পণ্যই ছোট ফিডার জাহাজে করে কলম্বো, সিঙ্গাপুর বা পোর্ট ক্লাংয়ের মতো আঞ্চলিক হাবগুলোতে নেওয়া হয় এবং সেখান থেকে ট্রান্সশিপমেন্টের মাধ্যমে মূল গন্তব্যে যায়। এর ফলে প্রতি চালানে অতিরিক্ত ৭ থেকে ১৪ দিন সময় অপচয় হয়।

এপিএম টার্মিনাল সূত্র জানিয়েছে, ছোট ফিডার জাহাজের ওপর এই অতিরিক্ত নির্ভরতার কারণে একই পণ্য একাধিকবার ওঠানো-নামানোর প্রয়োজন পড়ে।

এতে লজিস্টিকস ব্যয় যেমন বাড়ে, তেমনি পণ্য আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে দেখা দেয় অনিশ্চয়তা। প্রস্তাবিত লালদিয়া টার্মিনালটি চালু হলে প্রায় ৬ হাজার টিইইউস ধারণক্ষমতার মেইনলাইন কনটেইনার জাহাজ সরাসরি ভিড়তে পারবে। ফলে এশিয়া, ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার বড় সমুদ্রপথের মেইনলাইন জাহাজগুলো সরাসরি চট্টগ্রাম বন্দরে নোঙর করতে সক্ষম হবে। এটি ট্রানজিট সময় এবং সামগ্রিক পরিবহন খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনবে।

খাত সংশ্লিষ্টদের মতে, সরাসরি জাহাজ চলাচলের এই সুযোগ তৈরি হলে দেশের রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাকশিল্প বৈশ্বিক বাজারে বড় ধরনের প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা পাবে।

পাশাপাশি ওষুধ, চামড়া ও পাদুকা শিল্পসহ অন্যান্য উদীয়মান রপ্তান খাতও এই আধুনিক টার্মিনাল সুবিধা থেকে সরাসরি সুফল পাবে। এপিএম টার্মিনালস লালদিয়ার সিইও রমেশ ডেভিড জানিয়েছেন, লালদিয়া টার্মিনালের নকশা পরিমার্জন ও চূড়ান্ত করার কাজ চলছে। প্রয়োজনীয় সরকারি ও রেগুলেটরি অনুমোদন সাপেক্ষে ২০২৬ সালের শেষের দিকে এর নির্মাণকাজ শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে।

উল্লেখ্য, এপিএম টার্মিনালস বর্তমানে বিশ্বজুড়ে ৬০টিরও বেশি আন্তর্জাতিক বন্দর ও কনটেইনার টার্মিনাল সফলতার সঙ্গে পরিচালনা করে আসছে।

এ বিভাগের আরও খবর



শিমের কেজি ২০০ টাকা, স্বস্তি নেই সবজির বাজারে
রাজধানীর কাঁচাবাজারে সবজির দামে এখনো স্বস্তি ফেরেনি। শুক্রবার রায়ের বাজার ও মোহাম্মদপুর কৃষি বাজার ঘুরে দেখা গেছে, সরবরাহ বাড়লেও শীতের আগা...



টানা দুই দিন কমল সোনার দাম, আজ ভরিতে ২২১৬ টাকা

এক দিনের ব্যবধানে দেশের বাজারে সোনার দাম আবার কমানো হয়েছে। আজ সোনার দাম ভরিতে কমেছে সর্বোচ্চ ২ হাজার ২১৬ টাকা। নতুন দর সকাল ১০টায় কার্যকর...



জ্বালানি তেলের পর বাড়ল নিত্যপণ্যের দাম

জ্বালানি তেলের দাম বাড়ায় নতুন করে চাপে পড়েছে মধ্যবিত্তের সংসার খরচ। এর প্রভাবে বেড়েছে মাছ, ডিম ও কিছু সবজির দাম। আজ শুক্রবার রাজধানীর বি...



চীনা অর্থনৈতিক অঞ্চলের অবকাঠামো উন্নয়নে বরাদ্দ ৩৬২৯ কোটি

চীনা অর্থনৈতিক ও শিল্পাঞ্চলের অবকাঠামো উন্নয়নে ৩ হাজার ৬২৯ কোটি ৯৫ লাখ ৮১ হাজার ৭৫ টাকা ব্যয়ের একটি ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদন করেছে সরকার। এ অব...

Copyright Dhaka Probe

অনলাইন সংস্করণ পড়তে ভিজিট করুন: <https://dhakaprobe.com/business/laldiya-tarinaler-skshmta-23-barate-epiem-tarinalser-priklpna>